সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 2000
পৃষ্ঠা - ৬ কলাম - ১

কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলগুলোর কি প্রয়োজন আছে

দেশে এখনও বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার নীতি চালু আছে। এ নীতির আওতায় আইনগতভাবে প্রতিটি শিশুকে ৬ বছর বয়স হলেই প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। তেমনি সরকারের 'প্রাথমিক' দায়িত্ব হলো স্কুলের যাওয়ার উপযোগী প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা। ৬ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের কোন শিশুকে পাঠানো না হলে অভিভাবকদের শাস্তিরও বিধান রাখা হয়েছিল। বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যেমন তার দায়িত্ব পালন করেনি, অভিভাবকরা তেমনি, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি বা করতে পারেননি।

দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অতীতের এক সরকার। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তারপর বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের সরকারি টাকায় বেতন দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতেও স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। সেজন্য সরকার 'কমিউনিটি' স্কুল ব্যবস্থাকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন করে। প্রসঙ্গত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিধি-বিধান গ্রামাঞ্চলের জন্যই প্রযোজ্য। কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলগুলো গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের উদ্যোগে এবং স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমাজসেবার উৎসাহে কমিউনিটি স্কুল চালু করা হয়।

আমাদের এক সহযোগী দৈনিকে প্রদত্ত হিসাবে দেশে বর্তমানে ৩ হাজার ৭৭৮টি কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুল আছে। এগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৯ হাজার ৯৬৪। এদের দৈনিক 'মজুরি' বা 'পারিতোষিক' মাত্র ৪০ টাকা। গত ১৩ বছর ধরে এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা দেশের ৮ লাখেরও বেশি দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করে আসছেন। কমপক্ষে তারা অক্ষরজ্ঞানটা দিতে পারছেন। দেশে বর্তমান যেকোন অদক্ষ শ্রমিকের বেতন ১৫০ টাকা। সরকার প্রদত্ত শতকরা ২০ ভাগ মহার্ঘভাতা যোগ করলে কমিউনিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার দৈনিক 'পারিতোষিক' দাঁড়াবে ৪৮ টাকা। বহুদিন থেকে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মতো পারিশ্রমিক দাবি করে আসছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে আনেনি। সরকারি বা অনুমোদিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নাও থাকতে পারে। তার মানে এই নয় যে, দৈনিক ৪৮ টাকা দিয়ে তাদের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকার অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়াতে তারা শিক্ষাদানের কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এবং জীবনধারণের জন্য অন্যান্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। এ কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে অঘোষিতভাবে কমিউনিটি স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর, শৈলকুপা, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী, মিরপুরের খোকসা, ময়মনসিংহের ফুলপুর, ভালুকা, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, লাঙ্গলকোট, বুড়িচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর, খুলনার কয়রা, সাতক্ষীরার আশাশুনি, তালা, জয়পুরহাট সদর, নীলফামারীর ডোমার, রংপুরের মিঠাপুকুর ও পাঁচবিবি উপজেলার কমিউনিটি স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিপুলসংখ্যক দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার যদি দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তবে দেশের কমিউনিটি স্কুলগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া কমিউনিটি স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শোনা যায়নি। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দেশের কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আদৌ প্রয়োজন আছে কি না। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারের কোন 'কমিটমেন্ট' আছে কি না তার ওপরই নির্ভর করছে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আর সরকার যদি মনে করে কমিউনিটি স্কুলগুলো দেশের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য তবে এসব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা পারিতোষিকের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও সরকারেরই।